তারিখ 09 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প

কারিগরি প্রশিক্ষণ পাবে সাড়ে ৪ লাখ শিক্ষার্থী

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় দেশের সাড়ে চার লাখ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি প্রকল্পের (স্টেপ) আওতায় আগামী তিন বছরে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১০ কোটি ডলার। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী ৭৮০ কোটি টাকা।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিশ্বব্যাংকের অতিরিক্ত ১০ কোটি ডলার প্রদান উপলক্ষে দিনব্যাপী এক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়। মূলত সরকারি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের জন্য এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, কারিগরি শিক্ষা যুবসমাজের চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করছে। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী বেকার থাকলেও কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কেউ বেকার নেই। পাস করার সঙ্গে সঙ্গে তারা চাকরি পায়। দক্ষতা অর্জন করতে পারলে তাদের চাকরি খুঁজতে হবে না, চাকরিই তাদের খুঁজে বের করবে।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফান বলেন, উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে বাংলাদেশের আরও দক্ষ জনবল প্রয়োজন। এ জন্য শিক্ষা খাতে দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ উন্নয়নে আরও বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংকের অতিরিক্ত অর্থায়ন কারিগরি শিক্ষার গুণগতমান বাড়াবে। এমনকি আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারেও বেশি বেতনে চাকরি পাবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে ভালো দুটির মধ্যে একটি স্টেপ প্রকল্প, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ কারণে বিশ্বব্যাংক অতিরিক্ত অর্থায়ন করছে।

শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বেগম সামছুন নাহার, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাস ও স্টেপ প্রকল্পের পরিচালক ইমরান বক্তব্য রাখেন। ২০১০ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক ও কানাডার অর্থায়নে স্টেপ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম ২০১৬ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা ছিল। বিশ্বব্যাংক নতুন করে ১০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৯ সাল পর্যন্ত চলবে।